



83292 - যবে ব্যক্‌ত শাওয়ালরে ছয় রোজা রাখতে পারনেসি কে যলিক্বদ মাসে এ রোজাগুলো রাখবে?

প্রশ্ন

জনকৈ নারী শাওয়ালরে চারটি রোজা রাখার পর মাসরে শেষে দকিে তার হায়ে শুরু হয়ে গেছে। তাই তনি ছয় রোজা শেষে করতে পারনে; দুইদনি বাকী ছিলি। শাওয়াল মাস চলে যাওয়ার পর তনিকি এ রোজাগুলো রাখতে পারবনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইমাম মুসলমি আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্‌ত রমজান মাস রোজা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখবে সে যনে সারা বছর রোজা রাখল।” এ হাদসি্রে আপাত অর্থ হচ্ছ- যে ব্যক্‌ত শাওয়াল মাসে ছয় রোজা রাখবে সে এ সওয়াব পাবে।

যে ব্যক্‌ত কোন ওজররে কারণে কথিবা ওজর ছাড়া ‘শাওয়াল’ ছাড়া অন্য মাসে ছয় রোজা রেখেছে সে কে শাওয়াল মাসে রোজা রাখার সমপরমাণ সওয়াব পাবে- এ ব্যাপারে আলমেগণ মতানকৈ্য করছেন:

প্রথম মত:

মালকে মাযহাবরে একদল আলমে ও কতপিয় হাম্বলি আলমেরে অভিমিত হচ্ছ- যে ব্যক্‌ত শাওয়াল মাসে অথবা শাওয়ালরে পর (যে কোন সময়) ছয়টি রোজা রাখবে সে এ সওয়াব পাবে। হাদসিে শাওয়াল মাসরে কথা এসছে- মুকাল্লাফ (শরয়দিয়তিবপ্রাপ্ত) এর জন্য সহজীকরণার্থে; যহেতে রমজানরে পরপর শাওয়াল মাসে রোজা রাখা তৎপরবর্তী মাসে রোজা রাখার চয়ে সহজতর।

আল-আদাবি তাঁর রচতি “শারহুল খারশা” এর ‘পাদটীকা’ (২/২৪৩) তে বলেন: শরয়িতপ্রণতো শাওয়াল মাসরে এর কথা উল্লেখে করছেন রোজা রাখা সহজী করণার্থে; রোজা রাখার হুকুমকে এ সময়রে সাথে খাস করে দেয়ার জন্য নহে। অতএব, যে ব্যক্‌ত যলিহজ্বরে দশদনি এ রোজাগুলো রাখল তার কোন গুনাহ হবে না; বরং যলিহজ্বরে এ দনিগুলতে রোজা রাখার ব্যাপারে ফজলিতরে কথা এসছে। তাই এ দনিগুলের ফজলিতও যদি পাওয়া যায় এবং উদ্দেশ্যও যদি হাছিলি হয় সটো আরও ভাল। বরং যলিক্বদ মাসে রোজাগুলো রাখাও ভাল। মূলকথা: দনি যত পরেয়ে যাবে কষ্ট বশে হওয়ার কারণে সওয়াব তত বাড়বে। সমাপ্ত

মক্কাততে মালকে মাযহাবরে মুফতি মুহাম্মদ বনি আলি বনি হুসাইন এর ‘তাহযবি ফুরুকি ক্বারাফি’ নামক গ্রন্থে (ফুরুক



গ্রন্থের সাথে ছাপাকৃত ২/১৯১) ইবনুল আরাবি মালকে থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “শাওয়াল মাসে” কথাটি এসেছে- উদাহরণস্বরূপ। উদ্দেশ্য হচ্ছে- রমজান মাসের রোজা দশমাস রোজা রাখার সমতুল্য; আর ছয় রোজা দুইমাস রোজা রাখার সমতুল্য। এটাই মাযহাবের অভিমত (অর্থাৎ মালকে মাযহাবের অভিমত)। তাই যদি এ রোজাগুলো শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে রাখা হয় হুকুম অভিন্ন। তিনি বলেন: এটি সূক্ষ্ম দৃষ্টির নরীয়াস; সুতরাং তোমরা তা জনে রেখে। সমাপ্ত

ইবনুল মুফলহি (রহঃ) ‘আল-ফুরু’ নামক গ্রন্থে বলেন: কছি কছি আলমেরে মতানুযায়ী শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে রোজা রাখলেও এ ফজলিত পাওয়া যাবে- এমন একটি সম্ভাবনা রয়েছে। কুরতুবী এ মতটি উল্লেখ করেছেন। কারণ রোজার ফজলিত হচ্ছে- এর সওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি পাওয়া। যমেনটি সাওবান এর হাদিস থেকে জানা যায়। আর শাওয়াল মাসে এ রোজাগুলো রাখার জন্য শরত করা হয়েছে- রুখসত (সহজীকরণ) হিসেবে। শরয়িতের রুখসত বা সহজটা গ্রহণ করা উত্তম।

‘আল-ইনসাফ’ গ্রন্থ প্রণতো এ মতটি উল্লেখ করে এর সমালোচনা করে বলেন: আমি বলব: এটি দুর্বল অভিমত; হাদিসেরে খলোফ। এ রোজাগুলোকে রমজানের ফজলিতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যহেতে এ রোজাগুলো রমজানের সীমানার সন্নিবিষ্ট; এ কারণে নয় যে, এ রোজাগুলোর প্রতিদিন দশগুণ। তাছাড়া যহেতে এ রোজাগুলো রাখা রমজানের ফরজ রোজা রাখার সমান ফজলিতপূর্ণ। [আল-ইনসাফ (৩/৩৪৪) থেকে সমাপ্ত]

দ্বিতীয় মত:

শাফয়ী মাযহাবের একদল আলমেরে মতে, যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে রোজাগুলো রাখতে পারেনি সে যলিক্বদ মাসে রোজাগুলো কাযা করবে। তবে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির চয়ে কম সওয়াব পাবে যনি শাওয়াল মাসে রোজাগুলো পালন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি রমজানের সিয়াম পালন করার পর শাওয়াল মাসে ছয়রোজা পালন করল সে গোটো বছর ফরজ রোজা পালন করার সওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি রমজান মাস সিয়াম পালন করল ও শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে ছয় রোজা রাখল সে রমজান মাসে রোজা রাখার ও ছয়দিনি নফল রোজা রাখার সওয়াব পাবে।

ইবনে হাজার মক্কি ‘তুহফাতুল মুহতাজ’ নামক গ্রন্থে (৩/৪৫৬) বলেন: “যে ব্যক্তি প্রতি বছর রমজানের সাথে রোজাগুলো রাখবে সে যেনে আজীবন ফরজ রোজা রাখল; সওয়াব কয়কেগুণ বাড়বে না। আর যে ব্যক্তি শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে ছয়টি রোজা রাখবে সে ব্যক্তি আজীবন নফল রোজা রাখার সওয়াব পাবে; সওয়াব কয়কেগুণ বাড়বে না।

আল্লাহই ভাল জানেন।” সমাপ্ত

তৃতীয় মত:

এ ফজলিত শাওয়াল মাসে রোজাগুলো রাখা ছাড়া অর্জতি হবে না। এটি হাম্বলি মাযহাবের অভিমত।



কাশশাফুল ক্বনি (২/৩৩৮) গ্রন্থে বলছেন: “হাদসিরে প্রকাশ্য ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, শাওয়াল মাসে রোজাগুলো রাখা ছাড়া এ ফজলিত পাওয়া যাবে না।” সমাপ্ত

কটে যদি কিছু রোজা রাখা; কিন্তু কোন ওজররে কারণে সবগুলো রোজা রাখতে না পারে আশা করা যায় সে সওয়াব পাবে ও ফজলিত অর্জন করবে।

শাইখ বনি বায় বলেন: শাওয়াল মাসে শেষে হয়ে যাওয়ার পর এ রোজাগুলো কাযা করার কোন বধিান নহে। কারণ এটি সুন্নত এবং এ সুন্নত পালন করার সময় পার হয়ে গেছে; হোক না সে ব্যক্তি কোন ওজররে কারণে কহিবা ওজর ছাড়া রোজাগুলো রাখেনি।

যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে চারদিন রোজা রাখতে পরেছে; বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ছয়দিন পূরণ করতে পারেনি তার ব্যাপারে বলেন: শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোজা রাখা একটা মুস্তাহাব আমল; ফরজ আমল নয়। সুতরাং আপনি যে কয়দিন রোজা রাখেন সে কয়দিনের সওয়াব পাবেন এবং যদি শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজররে কারণে রোজাগুলো রাখতে না পারেন সে ক্ষত্রে আশা করা যায় আপনি পূর্ণাঙ্গ সওয়াব পাবেন। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদসি এসেছে- “যখন কোন বান্দা অসুস্থ হয় কহিবা সফরে থাকে তখন আল্লাহ তার জন্য সে আমলগুলোর সওয়াব লিখে দেন যে আমলগুলো সে মুকীম বা সুস্থ থাকাবস্থায় পালন করত।” [সহি বুখারী] আপনি যে রোজাগুলো রাখতে পারেনি সেগুলো কাযা করতে হবে না। আল্লাহই তাওফিকদাতা। [বনি বায়ের ফতোয়াসমগ্র থেকে (১৫/৩৮৯, ৩৯৫) সমাপ্ত]

সারকথা হচ্ছে-

ছয় রোজা শাওয়াল মাস ছাড়া অন্য মাসে রাখলে আলমেদরে মধ্যে কটে কটে মনে করেন এ রোজাগুলো শাওয়াল মাসে রাখার মতই। আবার কোন কোন আলমে সে রোজাগুলোর ফজলিত সাব্যস্ত করলেও বলেন যে, এর ফজলিত শাওয়াল মাসে রাখার চেয়ে কম। আর কোন কোন আলমের মতে, যদি ওজররে কারণে কটে রোজাগুলো রাখতে না পারে তাহলে সে পূর্ণ সওয়াব পাবে। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রশস্ত। আল্লাহর দানরে কোন সীমা নহে। সুতরাং এ বোনটি যদি শাওয়ালরে দুইদিনের পরবর্ত্তে যলিক্বদ মাসে দুইদিন রোজা রাখা সেটা ভাল। ইনশাআল্লাহ; তিনি আল্লাহর কাছে সওয়াব পাবেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।